তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ – কি ও কেন? – (১)

তথ্য অধিকার আইন কি?

তথ্য অধিকার আইন সাধারণত জনগণের তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইন নামে পরিচিত। একে বলে উন্মুক্ত তথ্য। যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের আইন আলোকিত আইন নামে পরিচিত। কিছু কিছু দেশে এ আইনের শিরোনাম হলো তথ্য স্বাধীনতা আইন। প্রাপ্ত তথ্য সূত্রে জানা যায় যে, এ ধরনের আইন বিভিন্ন শিরোনামে পৃথিবীর ৭০টি দেশে প্রচলিত। ১৭৬৬ সালে প্রথম সুইডেনে এ ধরনের আইন প্রবর্তিত হয় যা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আইন নামে পরিচিত। তথ্য অধিকার সংক্রান্ত এ আইনটিই প্রাচীনতম আইন বলে সাধারণভাবে স্বীকৃত। একাধিক অঙ্গরাজ্য নিয়ে গঠিত উন্নত রাষ্ট্রে ঐ সমস্ত অঙ্গরাজ্যে কেন্দ্রীয় আইন ব্যতীত একই ধরনের পৃথক আইনও প্রচলিত রয়েছে।

ধারণাগত ও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য অধিকার আইন মূলতঃ একটি আইনি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারি তথ্য জনগণকে প্রদান করতে হয়। অনেক দেশেই তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। তবে সুনির্দিষ্ট আইনের অভাবে জনগণ সহজে তথ্য লাভ করতে সক্ষম নয়। কোনো নাগরিক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যে সংস্থাকে তথ্য দেওয়ার অনুরোধ জানায়, চাহিত তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সে প্রতিষ্ঠানের উপরই বর্তায়, অন্য কারো উপর নয়। অধিকাংশ দেশে আইনের বিধানে এ বিষয়টি স্বীকৃত। যদি সংশ্লিষ্ট সংস্থা তথ্য প্রদানে অপরাগতা প্রকাশ করে তাহলে এর জন্য উপযুক্ত কারণ জানাতে হয়।

তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োজনীয়তা

তথ্য অধিকার আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো নাগরিকদের ক্ষমতায়ন ঘটানো, সরকারের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা, দুর্নীতি প্রতিহত করা; সর্বোপরি রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি যাতে জনগণের স্বার্থে কাজ করে, তা নিশ্চিত করা। এই সবকিছুর জন্য প্রয়োজন সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুকূল মানসিকতা।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি

বাংলাদেশের সংবিধানে ৩৯ (১) ও ৩৯ (২) (ক) অনুচ্ছেদে নাগরিকের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। তদুপরি সংবিধানের ৭ (১) উপানুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ, আর কেবলমাত্র তথ্যের অবাধ প্রবাহই জনগণকে প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতায়িত করতে পারে। রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তাবিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ একটি দীর্ঘপ্রক্রিয়ার ফসল। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার তথ্য অধিকার আইনের খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে ৬ জানুয়ারী, ২০০৮ তারিখে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি আইন কমিশনের খসড়া এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান তথ্য অধিকার আইনসমূহ পর্যালোচনা করে আইনের একটি খসড়া প্রণয়ন করে। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে গত ২০ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' জারি করা হয়। বর্তমান সরকার 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' কে আইনে পরিণত করার উদ্যোগ নেয় এবং ৯ম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে যে কয়টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত হয় তার মধ্যে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অন্যতম।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কার্যকর করার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের আরো ৮৮টি দেশের সাথে তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার যাত্রায় শামিল হয়েছে। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারী সংস্থাসহ সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি

মোতাবেক সরকারী কার্যক্রম পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তথ্য অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ''তথ্যের স্বাধীনতা একটি মৌলিক মানবাধিকার এবং যেসব অধিকারের প্রতি জাতিসংঘ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তার সবগুলো যাচাইয়ের একটি পরশপাথর'' মর্মে উল্লেখ করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার সংরক্ষিত, যাকে একটি আইনগত অধিকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বের বহুদেশে আইনের মাধ্যমে মানুষের এ অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966 এর অনুচ্ছেদ ১৯ (২) অনুযায়ী তথ্য পাওয়ার অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।